সারাদিন আমি যেন
ভালো হয়ে চলি

নৈতিক শিক্ষা পত্র

বর্ষ ২ ॥ সংখ্যা ১ ॥ জুলাই ২০২১

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) কর্তৃক প্রকাশিত নৈতিক শিক্ষা কোর্স কার্যক্রম বিষয়ক অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা

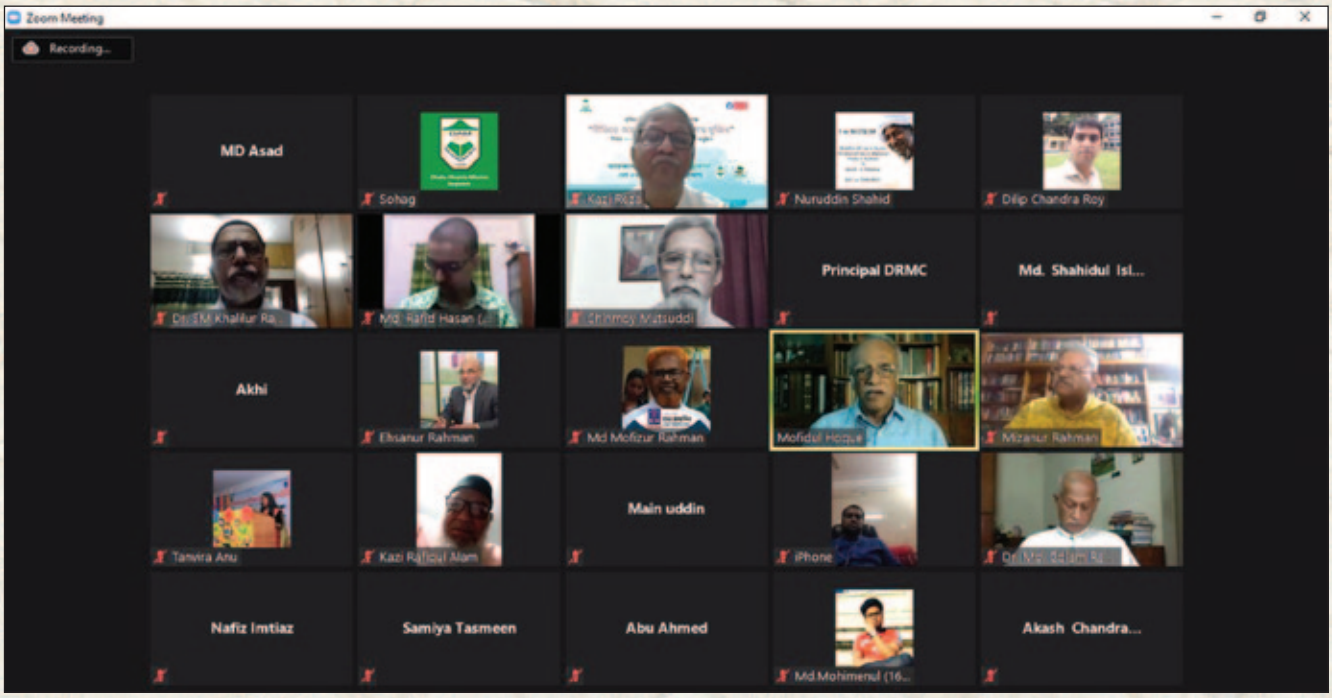

৬ জুন ২০২১ ওয়েবিন্যর বৈঠকের একাংশ

নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

সেন্টার ফর এথিক্স (সিইই) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীতিতে তাঁর আপোষহীনতার দর্শন আমাদের সকলের অনুসরণ করা জরুরি বলে মত প্রকাশ করেন। রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করে নীতির প্রশ্নে তাঁর সারাজীবন অটল থাকার দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সিইই আয়োজিত "*নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয় ৬ জুন ২০২১ ওয়েবিন্যর বৈঠকের মাধ্যমে। ফলাফল ঘোষণা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিইই-র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য বলেন বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত আটটায়। সঞ্চালক চিন্ময় মুৎসুদ্দী শুরুতে রচনা প্রতিযোগিতার পটভূমি ব্যাখ্যা করে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমানকে। তিনি ডাম প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ও সিইই-র দর্শনের সম্পর্ক চিহ্নিত করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র লিখিত *আমার*

অন্যান্য পাতায়	
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন	২
প্রতিবেদন	৫-১৫
সংবাদ	১৬

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন

প্রধান সম্পাদক
কাজী আলী রেজা

সম্পাদক
চিন্ময় মুৎসুদ্দী

প্রচ্ছদ
শিল্পী সন্তু সাহা

গ্রাফিক্স
মো. আমিনুল হক

আলোকচিত্র
সোহাগ ঘরামী

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন
ডাম এবং নাবিক-এর একটি যৌথ উদ্যোগ
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৪১-১৪২ লাভ রোড, তেজগাঁও
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২০৮
email: ethics.dam@gmail.com
web: ethicscenter.org.bd

> আমাদের যে চেতনা থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, বঙ্গবন্ধুর একটি সোনার বাংলা- এটি একটি রুপক অর্থে, কিন্তু চেতনাটি ছিল যে, দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে, খাদ্য নিরাপত্তা পাবে।...
>
> - অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

জীবনধারা বইটি বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানান এই বইটিতে নৈতিকতার অনেক বিষয় খুঁজে পাবেন পাঠকরা। এরপর সেন্টার ফর এথিক্স (সিইই)-এর কর্মধারা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। তিনি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নৈতিকতা বিষয়ে আয়োজিত সেন্টারের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানগুলোর বিবরণ তুলে ধরেন।

> আমরা নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, ও বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে নীতি নৈতিকতার বিষয় যেমন সত্যবাদিতা, নৈতিকতা, উদারতা, ন্যায়বান হওয়া, সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও শৃঙ্খলাবোধ সহ জাগ্রত করার উদ্যোগের বিষয়ে আমরা সচেষ্ট।
>
> - ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ

এরপর বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্য দেন। নর্থ অ্যামেরিক্যান বাংলাদেশ ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-র প্রতিনিধি ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেট্স-ডারমাউথ-এর একজিকিউটিভ ভিসি এবং নাবিক বোর্ড অব রিজেন্টস, ইউএসএ প্রফেসর ড. আতাউল করিম সিইই-র মাধ্যমে বাংলাদেশে নৈতিক শিক্ষা প্রসারে নাবিক-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন এবং নৈতিকতার প্র্যাক্টিস হিসেবে নিজের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে একটি কোর্স করানোর পরিকল্পনা করছি। কোর্সে ৬০(ষাট) জনের শিক্ষার্থী রেজিস্টার্ড হয়েছেন। তাতে আমার নিজের ক্লাসে নিজের লেখা পাঠ্যবই পড়াবো না। এই নিজের লেখা বই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যেরা ব্যবহার করে থাকেন। আমার নিজের ক্লাসে কেনো এমনটি হবে? নৈতিক উত্তর বরং অত্যন্ত সহজ। আমি যদি ক্লাসে নিজের বই পাঠ্য বই হিসাবে পড়াই তবে শিক্ষা দ্বারা আর্থিক রয়েলটি লাভ করবো। যেহেতু আমি আমার পেশার খ্যাতিতে আঘাতের কোন ঝুঁকি নেবো না তাই আমি ক্লাসে অন্যের লেখা বই, পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহার করবো।

পরের বক্তা ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান। তিনি সিইই ও ডামের কর্মধারার যোগসূত্র অনুসন্ধান করে বলেন, নৈতিকতার পুরো বিষয়গুলো হচ্ছে আসলে চর্চা। এটি নিঃসন্দেহে বোঝা, ধারণ করা, ও নিজে আত্মস্ত করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। আর এর সাথে মিল রেখেই সিইই-র যে ডায়েরি সেটির মাধ্যেমেই শিক্ষার্থীরা প্র্যাকটিসগুলোকে সমন্বিত করে তুলে ধরতে পারে, অন্যদের সাথে আলোচনা করতে পারে। সেইরকম কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই সিইই-র কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি-র স্টুডেন্ট অ্যফেয়ার্স পরিচালক ও রচনা মূল্যায়ণ বিচারকমন্ডলির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান বলেন, যেকোনো মহান মানুষকে আমরা যখন উপস্থাপন করি তখন আদর্শ তৈরি করা হয়, কিন্তু প্রতিযোগিতার লেখাগুলোর মধ্যে এরকম কিছু, বা ভাষার কোনো চাতুর্য ছিল না। একেক জনের মধ্য দিয়ে এক এক ভাবে দেখা বঙ্গবন্ধুর নীতি নৈতিকতার বিষয়গুলো খুব সাবলীল ও স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিযোগীদের লেখায় এরকম স্বাভাবিক বা সাবলীলভাবে বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপন করা অনেক বড় প্রাপ্তি আমাদের ।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বঙ্গবন্ধুর নৈতিক মূল্যবোধ ও সিইই-র নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ বক্তব্যে বলেন, আমাদের যে চেতনা থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, একটি সোনার বাংলা- এটি একটি রূপক অর্থে, কিন্তু চেতনাটি ছিল যে, দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে, খাদ্য নিরাপত্তা পাবে।... ..বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে,

বাংলাদেশের একটি মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমরা দেখেছি ২০০৪ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধুকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা গর্ব করি এবং উপলব্ধি করি তাঁর সারাজীবনের র্কমকান্ডের ব্যাপকতা।

এই পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন কাজী আলী রেজা। একইসঙ্গে তিনি রচনা প্রতিযোগিতার পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ পালনের অংশ হিসেবে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)-এর উদ্যোগে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ২০২১ সালের প্রথম দিকে। প্রতিযোগিতা সবার জন্য ছিল উন্মুক্ত। তবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নৈতিকতার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে তাদের জন্য আলাদা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ এবং ফেইসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কয়েকজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। রচনাগুলো মূল্যায়ণের জন্য একটি বিচারকমন্ডলী গঠন করা হয়। এতে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কল্যাণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান, এবং সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-এর মিডিয়া পরামর্শক সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পাশাপাশি আরো তের-জন প্রতিযোগীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে গাজী মো. রাইসুল ইসলাম (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), মোহাম্মদ নূরুদ্দীন শহীদ (ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মো. রাফিদ হাসান (ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ)। পুরস্কার হিসেবে ১ম স্থান অর্জনকারী পেয়েছেন নগদ ১০ হাজার টাকা, ২য় স্থান অর্জনকারী সাত হাজার টাকা এবং ৩য় স্থান অর্জনকারী পাঁচ হাজার টাকা। বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার হিসেবে অন্য ১৩ জন প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা। সঙ্গে ছিল নৈতিকতা বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও বিশেষ প্রকাশনা, যেমন দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *'শোকের মাস আগস্ট, স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু'*; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর লেখা *আমার জীবনধারা*; *এথিক্স ডায়েরি* ইত্যাদি।

বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত ১৩ জন হলেন মো. মোহাইমিনুল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; নাজনীন নাহার অনন্যা সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; সুহৃদ সাদিক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জাহিদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আসিফ ইমতিয়াজ; অভিতোষ চক্রবর্তি; তানভীরা আনু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; এ কে এম নাসির উদ্দিন; মো. মাঈন উদ্দীন, প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রামপুরা, ঢাকা; আ. ন. ম এহছানুল মালিকী সিনিয়র গ্রন্থাগার সহকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; হাবিবা সামাদ বিমা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; আঁখি আক্তার বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, সিলেট; এবং দীলিপ রায় প্রভাষক, এমসি কলেজ, সিলেট।

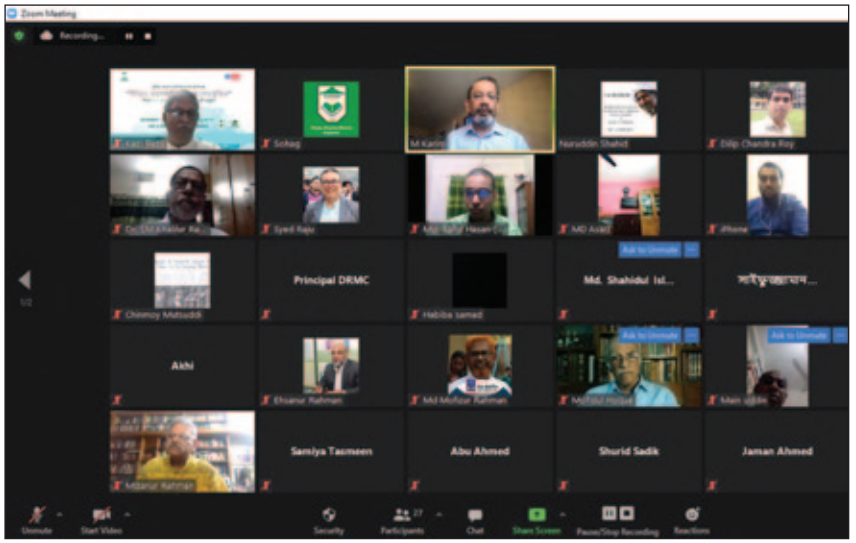

৬ জুন ২০২১ ওয়েবিন্যর বৈঠকের একাংশ

> নীতির প্রশ্নে আপোষ নেই একথাটি বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী-তে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন। মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়লে আমরা এর গভীরতা উপলব্ধি করবো। তাঁর জীবনের দিকে তাকালে আপোষহীনতার দৃষ্টান্তগুলো আমাদের অনুপ্রাণিত করে।
>
> - মফিদুল হক

> একেক জনের মধ্য দিয়ে এক এক ভাবে দেখা বঙ্গবন্ধুর নীতি নৈতিকতার বিষয়গুলো খুব সাবলীল ও স্বাভাবিক ভাবে উথাপিত হয়েছে। প্রতিযোগীদের লেখায় এরকম স্বাভাবিক বা সাবলীল ভাবে বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপন করা অনেক বড় প্রাপ্তি আমাদের ।
>
> - অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর

জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করে নীতির প্রশ্নে তাঁর সারাজীবন অটল থাকার দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গাজী মো. রাইসুল ইসলাম তার অনুভূতি প্রকাশ করে।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের *অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ* এনডিসি, পিএসসি তাঁর বক্তব্যে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বর্ণনা করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, ও বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও শৃঙ্খলাবোধসহ নীতি নৈতিকতার বিষয় যেমন সত্যবাদিতা, নৈতিকতা, উদারতা, ন্যায়বান হওয়া, জাগ্রত করার উদ্যোগের বিষয়ে আমরা সচেষ্ট। শিক্ষকরাই পারেন শিশু কিশোরদের মনের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা জাগ্রত করে সততার আদর্শে চলার পথ দেখাতে। এটা সম্ভব হলেই আমাদের শিক্ষকেরা সফল হবেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম সঠিকভাবে গড়ে উঠবে।

> এই নৈতিক নীতির কয়েকটা হলো যা আপনারা জানেন, যেমন কোন প্রতারণা চলবে না, সর্বদা সত্যবাদী হোন, ধৈর্য্য ধারণ করুন, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করুন,অন্যদের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধাশীল হোন।
>
> - ড. আতাউল করিম

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও পরিচালক, সিইই প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, আজকের আয়োজন রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার অনুষ্ঠান হলেও ভিন্নমাত্রা বা গুরুত্ব পেয়েছে অনুষ্ঠানটি। আমি মনে করি যারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কথা শুনে আমরা সকলে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি। তাদের মূল্যবান কথা শুনে আমাদের অর্জনটা অনেক বড় রকমের বলে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

তিনি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও সকল অংশগ্রহণকারীদের সিইই-র এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সিইই-র পক্ষ থেকে পুনরায় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য থেকেই আমরা বুঝতে পারি এই রচনা প্রতিযোগিতা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আমাদের দেশে একটি নৈতিক সমাজ গঠনে। এই আলোকে আমরা মনে করেছি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলো এবং বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য সংরক্ষিত

> নৈতিকতার পুরো বিষয়গুলো হচ্ছে আসলে চর্চা। এটি নিসন্দেহে বোঝা, ধারণ করা, ও নিজে আত্মস্ত করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা।
>
> -ড. এম এহছানুর রহমান

> আমি সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-য়ের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র লিখিত আমার জীবনধারা বইটি বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করার জন্য। এই বইটিতে নৈতিকতার অনেক বিষয় খুঁজে পাবেন পাঠকরা।
>
> -ড. এস এম খলিলুর রহমান

গ্রন্থকার, চিন্তাবিদ; মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সিইই-র আদর্শগত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেন, আজকের যে রচনা প্রতিযোগিতা *নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* -এই আপোষহীনতার জায়গায় দেখি নৈতিকতা হচ্ছে বড় ভিত্তি। নীতির প্রশ্নে আপোষ নেই একথাটি বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী-তে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন। মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়লে আমরা এর গভীরতা উপলব্ধি করবো। তাঁর জীবনের দিকে তাকালে আপোষহীনতার দৃষ্টান্তগুলো আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

রাখার জন্য সেসব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকা জরুরি। আর সেজন্য বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের আয়োজন।

এরপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সঞ্চালক চিন্ময় মুৎসুদ্দী।

পুরো অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেও কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি ডাম সভাপতি ও সেন্টারের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম।

করোনাকালে সন্তানের প্রতি অভিভাবকের আচরণ ও নৈতিকতা

নৈতিক সমাজ গঠনে অভিভাবকের দায়িত্ব অপরিসীম

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-য়ের উদ্যোগে জুম ভিত্তিক সিরিজ আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন অব্যাহত। সূচনা আলোচনা পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় সোমবার ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ রাত ৮ টায়। ওয়েবিন্যারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিইই-র পরিচালক ড. মিজানুর রহমান।

ওয়েবিন্যারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিইই-র পরিচালক ড. মিজানুর রহমান।

আমাদের ব্যর্থতা এইযে, সমাজের পরিস্থিতির কারণে অনৈতিকতা ও অমানবিকতা মেনে নিচ্ছি। আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের কে ক্ষমতামূখী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। তাই শিশু কিশোরদের সবার কল্যাণের জন্য নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

-অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সিইই-র সিইও **কাজী আলী রেজা**।

সঞ্চালক শুরুতে সিইই-র উদ্দেশ্য ও আগের কর্মধারার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন অতিথিদের সিইই সম্পর্কে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, করোনার এই সময়টায় শিশু কিশোররা একধরনের অনিশ্চয়তা ও মানসিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। একদিকে তাদের শিক্ষায়তন বন্ধ অন্যদিকে ঘরের বাইরে বা খেলার মাঠে যাওয়া বারণ। ঘরের ভেতরেই কাটাতে হচ্ছে পুরোটা সময়। ইন্টারনেট আছে এমন পরিবারেও শিক্ষার্থীরা অনলাইন শিক্ষায় কোনো শৃঙ্খলা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহী করে তোলা যায়নি। তারা খুব একটা আগ্রহ বোধ করে না। এক ধরনের ডিপ্রেশনে যেন তারা ভুগছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জন্য প্রয়োজন মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের সাহচার্য ও যথাযথ কাউন্সেলিং। ওদিকে অভিভাবকদের অনেকেই ঘরবন্দী। যারা জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছেন তারাও কাজ শেষ করেই ভয়ে ভয়ে ঘরে ফিরছেন। বাইরে থাকার সময় স্বাস্থ্যবিধি, ঘরে ফিরে আবার স্বাস্থ্যবিধি। বলতে গেলে মানুষ গত আট / নয় মাসে অস্থির হয়ে উঠেছেন। অনেকের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বাইরে ঘুরতে পারছেন না, কোন বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়া যাচ্ছে না, বন্ধুদের কেউ বাসায় আসছেন না, প্রতিটা মূহুর্ত কাটছে বসে শুয়ে আর টিভি দেখে, ফেইসবুকে আপ-ডাউন করে। কিন্তু কাঁহাতক আর। সব যেন থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যেই অকারণ রেগে যাচ্ছেন। করোনা পরিস্থিতির এই নিয়ম মেনে চলা ২০২০ পার হয়ে যাবে। অভিবাবকদের এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যেই সন্তানদের জন্য রয়েছে তাদের বিশেষ দায়িত্ব যা অভিবাবকের নৈতিক দায়িত্বেরই অংশ। সেই প্রেক্ষিতেই আমাদের সকলের বিস্তারিতভাবে জানা দরকার অভিভাবকের আচরণ কেমন হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আজকের সেমিনার। তিনি আলোচনার সূত্রপাত ও স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য সিইই-র পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান-কে অনুরোধ করেন।

ওয়েবিন্যারে অংশগ্রহণকারী সকলকে সিইই-র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে **অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন,** নৈতিকতার বিষয়গুলো নিয়ে করোনা মহামারীর সময়ে সিইই-র এই পদচারণা ও মহতী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শুভসূচনা বলে মনে করি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ ও অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান-এর মতো দুইজন ব্যাক্তিত্ব ও পন্ডিতের মূল্যবান দিকনির্দেশনা আমরা আমাদের সেন্টারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যাক মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস গ্রহণ করব। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে সিইই-র পরিচিতি, ব্যাপ্তি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও যাদের সহযোগিতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

নৈতিকতা শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, এটি বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক চর্চার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে করোনা মহামারীর মতো ভবিষতে কঠিন কোনো দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা মোকাবেলার জন্য সন্তানদের মানবিক আচরণ ও সাহায্যের মনোযোগী ভাব গড়ে তোলার জন্য নৈতিকতা চর্চা ও নৈতিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

-অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ

তিনি বলেন, নৈতিকতাহীন জীবনযাপনে আমাদের একটি পথচলার পথ বির্নিমাণ হয়েছে। এই পথ আমাদের জাগতিক সুখ দিলেও মানবজীবনের কল্যাণের জন্য তা কাম্য নয়, এই বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

> স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত না করিলে পর-সেবা সম্ভবপর হয় না। প্রেম সর্ব্ব প্রথম স্বজন-মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ক্রমে সমাজ পর্য্যন্ত উহার প্রসার বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে স্বজাতির পরিধি পর্য্যন্ত ব্যপ্ত হয়। পরে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া প্রেম সারা বিশ্বকে জয় করে।
>
> – খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
> আমার জীবন ধারা

তাই এ সত্যকে উপলব্ধির জন্য নৈতিকতার ব্যক্তিগত চর্চার দরকার। আর এই চর্চাবোধ জাগ্রত করার জন্যই সিইই নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ তাঁর আলোচনায় বলেন, একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা ও নিজেকে যুক্ত করা নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পাঠ্যক্রমে/সিলেবাসে অ্যাপলাইড এথিক্স থাকলেও প্র্যাকটিক্যালের ব্যবস্থা নেই যা সিইই করে যাচ্ছে।

তাঁর মতে নৈতিকতা শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, এটি বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক চর্চার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে করোনা মহামারীর মতো ভবিষ্যতে কঠিন কোনো দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা মোকাবেলার জন্য সন্তানদের মানবিক আচরণ ও সাহায্যের মনোযোগি ভাব গড়ে তোলার জন্য নৈতিকতা চর্চা ও নৈতিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বিরাজমান এই পরিস্থিতিতে সন্তানদের নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারিবারিক যে কাজ আছে তাতে তাদের অংশগ্রহণ করানো, তাদের দায়িত্ব দেওয়া ও তাদের সাথে সর্ব্বোচ্চ সময় সঙ্গ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা মানসিক সমস্যায় না ভোগে। তিনি বলেন, অবসর সময়ে সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহারের দিকেও সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা ইন্টারনেটের প্রতি আসক্ত হয়ে না পড়ে।

> ইন্টারনেট আছে এমন পরিবারেও শিক্ষার্থীরা অনলাইন শিক্ষায় কোনো শৃঙ্খলা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহী করে তোলা যায়নি। তারা খুব একটা আগ্রহ বোধ করে না। এক ধরনের ডিপ্রেশনে যেন তারা ভুগছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জন্য প্রয়োজন মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের সাহচার্য ও যথাযথ কাউন্সেলিং।

অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান বলেন, আমাদের ব্যর্থতা এইযে, সমাজের পরিস্থিতির কারণে অনৈতিকতা ও অমানবিকতা মেনে নিচ্ছি। আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদেরকে ক্ষমতামূখী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। তাই শিশু কিশোরদের সবার কল্যাণের জন্য নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায়, পরিবার ও সমাজের সকলকে দূষিত ভাইরাস থেকে রক্ষার জন্য নীতি মেনে চলা ও সচেতন হওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি সেমিনারের বার্তা স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সারা দেশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন।

শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন এর উদ্যোগে জুম ভিত্তিক সিরিজ আলোচনার অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যায়ে দ্বিতীয় আলোচনা পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ডিসেম্বর রাত ৮ টায়। প্রতিপাদ্য বিষয় অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতাবোধ।

করোনা পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরইমধ্যে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এ নিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ধারায় সিলেবাস ও মডিউল তৈরি করতে হবে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্য একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। যেসব শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট সুবিধা নেই, বা কম্পিউটার / ল্যাপটপ নেই তারা অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে পারছেন না। তাই এরইমধ্যে দাবি উঠেছে সকল শিক্ষার্থীর এমন সুযোগ নিশ্চিত না করে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া যথাযথ নয়। অনলাইন শিক্ষার বিষয়ে নৈতিক অবস্থানটি বিবেচনায় আনতেই হবে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের এখনই এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে অনলাইন শিক্ষার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অনতিবিলম্বে।

এবিষয়ে আলোচনা পর্বটিতে তিনজন বিজ্ঞ ব্যক্তি প্যানেল আলোচক হিসেবে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। তাঁরা হলেন-

ড. এম এহছানুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

মো. মফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, পরিচালক, সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কাজী আলী রেজা, সিইও, সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)। মুক্ত আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিইই-র সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুজ্জামান রানা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী

কাজী আলী রেজা সিইই-এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আজকের বিষয় অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা বোধ এবং নৈতিকতার চর্চা। বর্তমানে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। সেই সাথে নৈতিকতা কীভাবে চর্চা করবো তাও জানতে হবে। ছেলে মেয়েরা যেন নিরুৎসাহিত না হয়। আবার বাসায় থেকে অনলাইন ক্লাস করতে গিয়ে যেন কেউ কোন প্রকার অনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত না হয়।

ড. এম এহছানুর রহমান সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, অনলাইন ক্লাস করার সময় যদি অন্য কেউ শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে সেক্ষেত্রে তাদের মূল্যায়ণের বিষয়টি নৈতিকতার দিক থেকে দেখতে হবে। আবার অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে সবার জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি না করে ক্লাস শুরু করা উচিত নয়- সেই কথাও আসে। আমাদের এই দিকটাও বিবেচনা করা উচিত। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার অবস্থান ভাবনায় রাখা জরুরি। শুধুমাত্র শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রদান সংস্থার উপর শিক্ষাদানের পুরো ব্যবস্থা নির্ভর করছে না। কারণ ক্লাস রুমের মধ্যে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থাটি শুরু হলো সেখানে ইন্টারনেট সুবিধা এবং অনলাইন অফলাইন মিলেই বলা হবে। সুতরাং শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের এই ধরনের ভার্চুয়াল লার্নিং-এর দিকে এগিয়ে আসতেই হবে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারনেট সুবিধা সর্বক্ষেত্রে তেমনভাবে নেই বললেই চলে। আবার আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিক শিক্ষিকামহল এ বিষয়ে প্রস্তুত নয়। সুতরাং সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সব আয়োজন বা প্রস্তুতি না নিয়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা উচিত নয়। কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের চেষ্টায় কার্যক্রম শুরু করেছে। যা সবক্ষেত্রে সমান নয়। এবং এ ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি সবার সামগ্রিক চেষ্টার মাধ্যমে পালন করা সম্ভব। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তাকে অন্য কেউ সাহায্য করছে কিনা, এটি দেখার জন্য গ্লোবালি অনেক পদ্ধতি সফল হয়েছে। সেগুলো আমাদের ব্যবহার করা উচিত। অনলাইন শিক্ষা কোন ভাবেই ফেইস টু ফেইস লার্নিং-এর বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু বিশ্বব্যাপি শিক্ষা ব্যবস্থার যে প্রসার দেখি সেখানে শিখন পদ্ধতিতে অনলাইন কার্যক্রম একটি অনুসঙ্গ। অনলাইন শিক্ষা এবং অনলাইন ক্লাস এই দুটোকে এক করার সুযোগ নেই কারণ শিক্ষা অনেক বড় পরিসরে রয়েছে। অনলাইন ক্লাস হচ্ছে একটি খন্ডিত অংশ মাত্র।

অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দীর্ঘদিনের। শহর এবং গ্রামের বা শহরের কিছু সংখ্যক ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সেটি আরো ব্যাপকভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। করোনাভাইরাসের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। আমাদের

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা তৈরি করেছে এবং শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। আমরা আমাদের কার্যক্রম প্রাইভেট ফেইসবুক গ্রূপে লাইভের মাধ্যমে পরিচালনা করি যাতে কেউ মিস করলে পরবর্তীতে তা দেখে বুঝে নিতে পারে। সেই সাথে অনলাইন ক্লাসের ব্যপারে অভিভাবকদের যথেষ্ট দিক নির্দেশনা জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের মূল দায়িত্ব হচ্ছে মা বাবার। সুতরাং অভিভাবকদের নৈতিকতার বিষয়ে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সঠিকভাবে নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, নব্য স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থায় অনলাইন কার্যক্রম জীবনের একটি পার্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই সত্যটি আমাদের মেনে নিতেই হবে। এবং আমাদের এই বিষয়টি শিখে নিতেই হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য আমরা সকলে যেন বুঝতে পারি সেই সাথে সকলে যেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারি। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। একটি ক্লাসে যদি বেশি সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী থাকে তবে তাদের দেখা সম্ভব হয়ে উঠে না। এবং কতটা কার্যকর হচ্ছে বা তা বোধগম্য হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় না।

তিনি বলেন, বর্তমানে করোনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের সমাজটা কতটা বৈষম্যমূলক। এই বৈষম্য শুধু স্বাস্থ্য খাতেই সীমাবদ্ধ নয় শিক্ষাক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় সবাই সমানভাবে সুযোগ পাচ্ছে কি? রাষ্ট্র কি সবার জন্য সমানভাবে সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে দিতে পেরেছে?

ড. মিজানুর রহমান আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনলাইন ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ। ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী কিন্তু ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না। কারণ তাদের স্মার্টফোন নেই, না হলে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। সবকিছুর কারণে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। এইদিকে আমরা আমাদের সিলেবাস শেষ করছি। তাইলে এই ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের কাছে আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব কিভাবে এড়াবো? আমাদের পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এক বিশাল বৈষম্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা সেটিকে সমর্থনও করে যাচ্ছি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে পরীক্ষা পরিচলনা করবে তা নিয়ে চিন্তা করছে অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে শুধু অনলাইন ক্লাস নয়, অনলাইন পরীক্ষার অনুমতিও ইউজিসি থেকে নিয়ে নিয়েছে। যারা মেধার দিকে এগিয়ে তারাই পিছিয়ে পরছে।

তিনি বলেন, আমাদের এই নব্য স্বাভাবিক জীবনে অনলাইন ক্লাসে শিক্ষকদের দায় অনেক বেশি। অনলাইন ক্লাসে শিক্ষকরা চাইলে কোন প্রস্তুতি ছাড়াও ক্লাস পরিচালনা করতে পারে। তারা চাইলে কোন প্রস্তুতি ছাড়া সামনে বই খুলেই ক্লাস পরিচালনা করতে পারে। অনলাইন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু আমার পরীক্ষা কার্যক্রমে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটি নিতে দেই নি। ভাইবার মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়েছি। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ২ ঘন্টা সময় বেঁধে দিলেও আমি ৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করেছি সেই পরীক্ষাটি পরিচলনা করতে। এইভাবে সকলের জন্য ক্লাস বা পরীক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রত্যেকটি নাগরিক শিক্ষার সমান অধিকার লাভ করে।

শাইখ মোহাম্মদ ওসমান গণি বলেন, নৈতিকতা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল স্তরে এটি প্রয়োজন। শিক্ষক, অভিভাবক, এবং শিক্ষার্থী সকলের ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রয়োজন এবং সবার জন্য এটি প্রযোজ্য। আমাদের সকলের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুসরণ করতে হবে। নৈতিকতা আসে আত্মমর্যাদা থেকে। যাদের ব্যক্তিত্ব আছে তারা অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের হবে। আমাদের নৈতিকতার চর্চা করতে হবে এবং ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করতে হবে।

সাইফুজ্জামান রানা বলেন, বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে সেই ব্যবস্থায় সবাই শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় টেলিভিশন রয়েছে ৫০ শতাংশ লোকের কাছে। এবং অনলাইন ব্যবস্থায় ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি সংখ্যক লোকের কাছে স্মার্ট ফোনের ব্যবস্থা নেই। আবার এক গবেষণায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বাটন ফোন রয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ লোকের কাছে। সুতরাং আমাদের কার্যক্রমে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। নৈতিক মানুষ হিসেবে এই বৈষম্য কখনোই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু উপায়টি কি? করোনা আমাদের যে জায়গায় নিয়ে এলো এ থেকে আমরা বের হতে পারছি না। সেক্ষেত্রে সবকিছু বন্ধ রেখে টেকনলজি ব্যবহার করে সমাধান করা যায় কি? অবশ্যই করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক বেশি। সকল মানুষের জন্য এই ব্যবস্থাটি চালু করতে হবে। মানবিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে।

সঞ্চালকের বক্তব্যের মাধ্যমে চিন্ময় মুৎসুদ্দী আলোচনার ইতি টানেন। তিনি বলেন, আজকের আলোচনায় আলোচকরা আমাদের সামনে অনেক নতুন ভাবনার বিষয় তুলে ধরেছেন। নৈতিকতার সাথে এই ভাবনাগুলোকে আরো সমন্বিত করে নিজেদের ভাবতে হবে। নানাধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানের ফলাফল যেমন গ্রহণ করা দরকার, আবার আমাদের শিক্ষার যে অধিকার সেখানে সবাইকে সমানভাবে সুযোগ-ও দিতে হবে। তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের নৈতিক বলে পরিচয় দিতে পারব না।

নেতিবাচক বাক্য বলতে হবে ইতিবাচক করে আদেশের সুরে নয়, সহমর্মিতার সুরে

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)-এর জুম ভিত্তিক সিরিজ আলোচনার তৃতীয় পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় ১১ জানুয়ারী ২০২১, সন্ধ্যা ৭ টায়। এই পর্বটির বিষয়বস্তু ছিল শিশু কিশোরদের আইটি ব্যবহার ও নৈতিকতা।

আইটি এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আইটি ব্যবহারে শুভ এবং অশুভ দুটো দিকই রয়েছে। ঘরে ইন্টারনেট থাকলে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নানা বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। মোবাইল ফোনের একটা বাড়তি সুবিধা আছে। ঘরে ইন্টারনেট না থাকলেও ডেটা কিনে মোবাইল ফোনে এই সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ কারণেই শিশুদের ব্যাপারে সর্তক থাকা প্রয়োজন। শিশুরা ইন্টারনেট সার্চ করে এমন কিছু দেখতে পারে যা তাদের দেখা উচিত নয়। তাই শুরু থেকেই শিশু কিশোরদের অধিকার রক্ষা করে এ ব্যাপারে নৈতিকতার বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন এবং শিশু কিশোরদের এ ব্যাপারে অবগত করা অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্ব। এবারের অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছেন দুইজন বিজ্ঞ আলোচক ফায়েজা আহমেদ , সিনিয়র সাইকো সোশ্যাল ইন্সট্রাকটর, ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও জাহাঙ্গীর যুবরাজ, প্রধান শিক্ষক প্রথম আলো মডেল হাই স্কুল। স্বাগত ভাষন দেন কাজী আলী রেজা সিইও সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)। সঞ্চালনায় ছিলেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মিজানুর রহমান, পরিচালক সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)।

স্বাগত বক্তব্যে কাজী আলী রেজা জানান তিনি বিগত ৩২ বছর ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে তথ্য কর্মকর্তা ও পরে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সিইও হিসাবে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)-এর দায়িত্ব পালন করছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন হল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নাবিক এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জয়েন্ট ভেঞ্চার সংস্থা। সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন যুব সমাজ এবং ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতার চর্চা কিভাবে হয় এবং নৈতিকতার চর্চা কিভাবে করা যায় তা নিয়ে বিগত তিন বছর যাবত কাজ করে আসছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য অনলাইন সিরিজ ভিত্তিক কাজ করতে হচ্ছে বর্তমানে। জুমের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে কিভাবে নৈতিকতার বিস্তার ঘটানো যায়, তাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয় এই বৈঠকগুলোতে। ছেলেমেয়েদের আইটি ব্যবহার করতে দিয়ে কি ধরনের বিষয় তারা দেখবেন, সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমরা চাই আমাদের সন্তানেরা ইন্টারনেটের খারাপ বা অনৈতিক বিষয়গুলোগুলো থেকে দূরে থাকবে। বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন সেটাও অভিভাবকদের জানতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিশুরা যেন বিপথগামী না হয়। একই সাথে তারা যেন নিরুৎসাহিত না হয় সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

> একটি শিশু বান্ধব এবং মানব বান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বান্ধব মানব সমাজ।
>
> - ড. মিজানুর রহমান

এ পর্যায়ে সঞ্চালক চিন্ময় মুৎসুদ্দী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পয়েন্ট আকারে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন। যেমন নৈতিকতা একটি সুবিশাল ক্ষেত্র। মানবজাতি হিসেবে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যৌক্তিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা। এ কারণেই মানবজাতি অন্য জীব থেকে আলাদা। মানবজাতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সুকর্ম এবং নৈতিকতা। শিশুদের অধিকার আছে। শিশুদের অধিকার জাতিসংঘের "কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব চাইল্ড ১৯৮৯"-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। বাংলাদেশ এই কনভেনশন-এ প্রথম দিকেই স্বাক্ষর করেছে। শিশুদের আইটি ব্যবহারে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশুর অধিকার যাতে লংঘিত না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

এ পর্যায়ে কথা বলেন ড. মিজানুর রহমান, প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি সবাইকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানান। তিনি মূলত আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিশু বিশেষজ্ঞ ফায়েজা আহমেদ বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন। তবে প্রারম্ভিক কিছু বিষয় তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিশুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেখার যায়গা হচ্ছে তাদের পরিবার। পারিবারিক বন্ধন সেক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক বন্ধন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন নানা রকম দূর্যোগ হানা দেয়। একটি সমাজকে যদি আমরা একটি পরিবারের বর্ধিত রূপ হিসাবে দেখি তখন এই সমাজের মধ্যে যদি বন্ধন না থাকে তাহলে নানা ধরনের দূর্যোগ আসবেই। আমাদের সন্তানরা আইটি ব্যবহার করবে কারণ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে অস্বীকার করে সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারে না। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক যে আইন কানুন রয়েছে সেগুলো অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করা যাবে না। এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় দরকার। কার্ল মার্কস একদা বলেছিলেন মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়ম কানুন অনুসরণ করে বা সেগুলো মেনে নেয়। সুতরাং প্রকৃতি থেকেই জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতিগত দিক থেকেই যে সমস্ত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তা আমাদের হাতের নাগালে নিয়ে আসা সম্ভব। তবে তার সীমারেখা টানা উচিত এবং এই সীমারেখা পেন্সিল বা কলম দিয়ে আঁকা যাবেনা। এটি মোটা দাগে প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য আঁকা দরকার। ব্যক্তি ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর মাত্রা পেতে পারে এবং এর ব্যবহার আমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি সেটি ব্যক্তি ক্ষেত্রে

মানসিক যে বিকাশ বা মানসিক যে উৎকর্ষতা বা মনোজগতের গঠনের উপর নির্ভর করে সেগুলো বিবেচনায় রেখে পরিবারের অভিভাবকগণ শিশু কিশোরদের সে সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে বর্তমানে আমরা অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় চলে গেছি এবং এটি আমাদের জীবনের একটি অধ্যায় হয়ে গেছে। নব্য স্বাভাবিক যেসময়, অনলাইন আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তা অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা নেই এবং তা মেনে নিয়েই চলতে হবে। কিন্তু অভিভাবক হিসেবে আমাদের সন্তানকে টেকনলজি সম্বন্ধে ভালো ও খারাপ দিক এবং তার সীমারেখা কিভাবে টানবো তা বুঝানো দরকার। টেকনলজি বা ইন্টারনেট কতদূর পর্যন্ত এবং কি কি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করব তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ল্যাব রয়েছে সেখানে ছাত্র ছাত্রীরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এই ল্যাবগুলোতে এমনভাবে প্রোগ্রামিং করা হয় যেখানে কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলো ছাত্রছাত্রীরা কখনো ব্যবহার করতে পারেনা তা যেভাবেই তারা চেষ্টা করুক না কেন। সুতরাং অভিভাবক হিসেবে বাড়িতে যে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে তা প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সীমারেখা টানা উচিৎ। ইন্টারনেটের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট করা দরকার ছেলেমেয়েরা কতটুকু পরিসরে অনলাইনে থাকবে। একই সংগে আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যা কিছু নিষিদ্ধ, তার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। অন্ধকারে কি রয়েছে তার প্রতি অদম্য উৎসাহ থাকে। এটা করা যাবেনা, এটা দেখা যাবেনা বললে তার প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়ে যায়। সুতরাং সন্তানকে বলতে হবে কোনটি নিষিদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেনো নিষিদ্ধ তা জানানো। বুঝিয়ে দিতে হবে কি কারণে নিষিদ্ধ। তখন এ বিষয়টি সন্তানদের কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। অভিভাবক হিসেবে আমরা ভাবি আমরা যা বলব আমাদের সন্তানরা তাই মেনে নিবে এবং তারা তা শুনতে বাধ্য। কিন্তু সময়ের সাথে এই বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়ে এসেছে। এখনকার সন্তানরা মনে করে তারা সবাই একেকজন আলাদা, তাদের মতামত থাকতে পারে এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন গুরুজনরা। আইনের ভাষায় বলা যায়, এটিই শিশু অধিকার। শিশুর এই অধিকার হচ্ছে তাদের বক্তব্য শুনতে হবে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে। সুতরাং শিশুদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়া যাবেনা। তাদের উপর নিজের মতামতের আধিপত্য চাপিয়ে দিব এই মন-মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

> আমরা চাই আমাদের সন্তানেরা ইন্টারনেটের খারাপ বা অনৈতিক বিষয়গুলোগুলো থেকে দূরে থাকবে। বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন সেটাও অভিভাবকদের জানতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিশুরা যেন বিপথগামী না হয়। একই সাথে তারা যেন নিরুৎসাহিত না হয় সেব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।
>
> - কাজী আলী রেজা

ড. মিজানুর রহমান মাষ্টার মাইন্ড স্কুলের এক ছাত্রীর ঘটনা খুব দুঃখজনক উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সন্তানদের সঙ্গে সেক্স বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিনা সাধারণত। আগেও যেমন ট্যাবু ছিলো এখনো তেমনি ট্যাবু হিসেবে রয়েছে বিষয়টা। শিশুদের বায়োলজিকাল ডেভেলপমেন্ট হয় মুলত পরিবেশগতভাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই । আমরা এই ব্যাপারে তাদের কোন কিছু জানাবোনা তাদের শুধু অন্ধকারেই রাখব। বলব এটি করা যাবেনা, ওখানে যাওয়া যাবেনা। এই চিন্তা ধারা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের চিন্তা চেতনাকে প্রসারিত করতে হবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই সন্তানের সাথে নীতিনৈতিকতার বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ বন্ধন তৈরি করে যখন আমরা বলব তখন সেটি বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের সন্তানদের বুঝাতে হবে, যখন বাসায় তুমি একা থাকবে তখন বাইরের কাউকেই নিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে না। কারণ এর ফলে কি ঘটনা হবে তার ফলাফল কেউ জানে না। আমরা যদি সঠিকভাবে সমাজ ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতো না। যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করেন তারা আরোও ভালোভাবে বিস্তারিত বলতে পারবেন। আমরা একটি মেল-বন্ধন করতে পারি যেন কোন দূর্যোগ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় না আসে। একটি শিশু বান্ধব এবং মানব বান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বান্ধব মানব সমাজ।

এ পর্যায়ে সঞ্চালক চিন্ময় মুৎসুদ্দী শিশুদের মানসিক দিকগুলো নিয়ে কথা বলতে ফায়েজা আহমেদকে অনুরোধ করেন। ঢাকা শিশু হাসপাতালের সিনিয়র সাইকো সোশ্যাল ইন্সট্রাকটর ফায়েজা আহমেদ বলেন, কোন শিশু আইটি ব্যবহার করলে আমাদের মাঝে একটি নেগেটিভ ধারণা চলে আসে। আমরা প্রথমেই ভাবি যে তারা গেইম খেলছে বা আপত্তিকর ভিডিও দেখছে। এরকম ধারণা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। এই পেনডামিক সময়ে আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে আইটি আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আইটি ব্যবহার করা না হলে শিশুদের দীর্ঘসময় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতে হত। তবে আমি বলব শিশুদের ক্ষেত্রে অভিবাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের মধ্যে দেখা যায় বাচ্চাদের বয়স কম থাকতেই তাকে ট্যাব কিনে দেওয়া হয়। ট্যাব এ যেন সে গেইম খেলে এবং ভিডিও দেখে। ছোট বাচ্চারা কিন্তু ডিভাইসটি-র ভাল মন্দ বিষয়ে ওয়াকেবহাল নয়। তারা জানে গেইম খেলা যায়। অভিভাবকরাও বলেন ট্যাবটি দিলে বাচ্চারা ভালো মত খাবার খায়। এভাবে বাচ্চারা ডিভাইসটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। একটা সময় আমরাই আবার সন্তানদের এই ধরনের ডিভাইস থেকে দূরে থাকতে বলি। সন্তানরা তখন ভাবে এতদিন তো বাবা-মা-ই আমাদের এইগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছে এখন কেনো মানা করবে।

ফায়েজা আহমেদ তার অভিজ্ঞতায় দেখেছেন একজন কিশোর ১৩ বছর বয়সে ফুটবল খেলতে পছন্দ করতো। কিন্তু তার মা ভয় পেত বাচ্চাটি তার চোখের সামনে থাকছে না। তখন তার মা তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিলেন। বাচ্চাটি মোবাইল ফোনে গেইম খেলে সময় পার করতো এতে মায়ের চোখের সামনে থাকা হত।

তিনি বলেন, আমরা অভিভাবকরা দুই রকম রোল পালন করি যা আমাদের সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। যা বাচ্চাদের মনে ক্ষোভ তৈরি করে। ডেভলপিং ব্রেইন-এ আইটির প্রভাব রয়েছে । একজন মানুষ যখন ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন করে এবং টেকনলজি ব্যবহারে বেশি সময় কাটায় তখন সোশ্যাল ব্রেইন এবং কমিউনিটি ব্রেইন সমান ভাবে ডেভেলপ হয় না। কারণ লম্বা সময় ধরে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশনে থাকছে। অনেক সময় এও দেখা যায় বাসায় মেহমান এলে বাচ্চাটি তাদের সাথে কথা বলছে না, সেখানে না থেকে ভিতরে চলে যাচ্ছে, বাইরে খেলতে না গিয়ে একা একা রুমে থাকছে। এতে তাদের সামাজিক বিকাশ হচ্ছে না। মানুষের সাথে মেলামেশার যে অনন্দ তা থেকে দুরে থাকছে, ফলে বয়স অনুযায়ী তার সামাজিক বিকাশ হলো না। আমরা অভিভাবকরা সেটা খেয়ালও রাখছি না। আমরা অভিভাবকরা শুধু একাডেমিক ক্যারিকুলাম দেখছি কিন্তু একাডেমিক পড়াশোনা ছাড়াও বাকী আরো অনেক কিছু রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছি না। আমরা পরিবারের লোকেরা বলি আমার বাচ্চারা তো একা একা থাকতে পছন্দ করে। কারো সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করে না। বাচ্চারা এই ভাবে একা একা থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে অনেক বিষয় চলে আসে এবং তার ব্রেইনে হিট করে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে তার মনের মধ্যে সে ব্যাপারে বিশাল আগ্রহ জন্মায়। শিশুদের শরীরে হরমোনাল পরিবর্তন হয়, সেই সাথে তাদের শারীরিক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ব্রেইনে হিট করা বিষয়গুলো আরো বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। যা ফলাফল হিসাবে অনেক বেশি ঝুঁকি বয়ে আনে। পিতামাতারা যদি সন্তানদের মনোজগত সম্বন্ধে না জানেন এবং না বুঝেন তাহলে হঠাৎ করেই তাদের মনোজগতে প্রবেশ করতে পারবেন না। বর্তমান এই পেনডামিক অবস্থায় অভিভাবকরা বুঝেন না শিশুরা কখন অনলাইন ক্লাস করে বা এর মধ্যেই কখন গেইম খেলে। ফায়েজা আহমেদ বলেন, আমরা সন্তানদের মতামতের মূল্য দিতে চাই না। আমরা এক এক জন ব্যক্তি এক এক জন থেকে আলাদা এবং মতামতও ভিন্ন। আমরা মতামতের মূল্য দিতে পারি না। আমাদের সন্তানরা কেন মোবাইল ফোনে বেশি থাকতে চাচ্ছে সেই বিষয়টি কিন্তু অভিভাবক হিসাবে জানতে হবে। বয়স ভেদে বাচ্চাদের আচরণ পরিবর্তন হয় সেটিও অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। বাচ্চারা বয়সন্ধিকালে বন্ধুদের সাথে বেশি মিশবে, বেশি কথা বলবে। তারা বন্ধুদের সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তখন অভিভাবকরা বন্ধুদের দোষ দেয়। শিশুরা ভাবে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা অভিভাবকরা পছন্দ করে না। তাদের ধারণার মূল্যায়ান করা হয় না। যা তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

তিনি বলেন, আইটি-র পজিটিভ দিক গুলো আমরা সন্তানদের ঠিকভাবে বুঝিয়েছি কিনা এবং আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আইটি-র বড় একটি পার্থক্য হয় জেনারেশন অনুসারে। প্রতিটি জেনারেশনের কিছু পার্থক্য থাকে। বর্তমানে শিশুরা আইটি বিষয়ে অনেক বেশি এগিয়ে, দেখা যায় আইটি বিষয়গুলো তারা খুব সহজে আত্মস্থ করতে পারে। বাচ্চারা যে বিষয় জানতে চায় তার অনেক কিছুই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যায়। শিশুরা ইন্টারনেটে নতুন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু অভিভাবকদের সে বিষয়ে মনিটরিং করতে হবে। ইন্টারনেটে কার সাথে কতটুক সময় কাটাচ্ছে, কি নিয়ে সময় কাটাচ্ছে তা নজরে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, শিশুদের যে সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো একদিনে হয় না। ধীরে ধীরে তাদের সমস্যাগুলো জটিল হতে থাকে। অভিভাবকদের প্রতিনিয়ত মনিটরিং-এ থাকতে হবে। অভিভাবকদের আত্মসম্মান বোধ রেখে শিশুদের বুঝাতে হবে। তা না হলে তাদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়া যাবে না। অভিভাবকদের দায়িত্ববান হতে হবে। নিজেরা সন্তানের সামনে সারাদিন ডিভাইস ব্যবহার করে সন্তানদের তা ব্যবহার করতে না করাটা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফায়েজা আহমেদ বলেন, শিশুদের বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত তাদের আবদ্ধ পরিবেশে রাখা যাবে না তাদের মুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে। অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে সন্তানরা কখন কোথায় কি কাজে থাকছে। কোন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আগে তাকে সচেতন করতে হবে। এজন্য দরকার পারিবারিক বন্ধন এবং আলোচনা।

> বাচ্চারা যে বিষয় জানতে চায় তার অনেক কিছুই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যায়। শিশুরা ইন্টারনেটে নতুন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু অভিভাবকদের সে বিষয়ে মনিটরিং করতে হবে। ইন্টারনেটে কার সাথে কতটুক সময় কাটাচ্ছে, কি নিয়ে সময় কাটাচ্ছে তা নজরে থাকতে হবে।
>
> -ফায়েজা আহমেদ

পরবর্তি পর্যায়ে কথা বলেন জাহাঙ্গীর যুবরাজ, প্রধান শিক্ষক, প্রথম আলো মডেল হাই স্কুল। তিনি শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলেন, শিশুরা আগামীদিনের কান্ডারি এবং শিশুরাই সৃজনশীল সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলবেন। কবি সুকান্তের কথায় বলতে হয় এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নব জাতকের কাছে এ মোর দৃঢ় অঙ্গীকার। আমি এই দায়বদ্ধতা অনুধাবন করি।

তিনি বলেন, শিশুদের একাগ্রতা তার বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। সেই সাথে দরকার সহায়ক পরিবেশ। শিশুরা আইটি ব্যবহার করবে এবং সমৃদ্ধ হবে। তবে মনোবিজ্ঞানী ফায়েজা আহমেদ অভিভাবকদের দায়িত্বের যে কথা বললেন সবাইকে তা পালন করতে হবে। শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারলে বড় হয়ে সে অনৈতিক কাজ করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। তাদের নৈতিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক এবং শিক্ষকদের।

মুক্ত আলোচনার শুরুতে আনিসুর রহমান জাসির প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, সিইই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অনুষ্ঠানটি সন্তান এবং পিতামাতাদের অনলাইন পড়াশোনা বিষয়ে নতুন দিক নির্দেশনা দেবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন অভিভাবক হিসাবে মেনে নিতেই হবে এই অনলাইন ক্লাস ও ইন্টারনেট নির্ভরশীল জীবনটাই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। অভিভাবক হিসাবে এর সাথে আমাদের

খাপ খাইয়ে নিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অনলাইন ক্লাস হচ্ছে আর আমরা অভিভাবকরা পাশে বসে সন্তানকে সাহায্য করছি। অভিভাবকরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসছি এভাবে। অভিভাবকদের কাছ থেকেই তারা অনৈতিক কাজ শিখছে। বাবা-মা এবং সন্তানদের বুঝতে হবে অনৈতিকভাবে বেশি নাম্বার পাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই পর্যায়ে আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অব সুফিজম-এর সহকারি অধ্যাপক শাইখ মোহাম্মদ ওসমান গণি বলেন, আমি বিভিন্ন দিক থেকে শিশুদের খেয়াল রাখি। শিশুরা আমাদের দেখে শেখে। অভিভাবকদের নৈতিক হতে হবে। পবিত্র কোরআন শরিফে তা সুন্দর করে উল্লেখ্ করা আছে ৩৮ নং আয়াত ৭ নং সুরা এবং ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াত ৩৩ নং সুরা-য়। অভিভাবকদের সন্তানদের জন্য সময় দিতে হবে। আমাদের দায়িত্বশীল হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারে বিধিনিষেধগুলো পালন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সন্তানরা কি ধরনের ইন্টারনেট ব্যবহার করছে অনেক অভিভাবক রয়েছেন তা বুঝেনও না। সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়িত্বশীল হতে হবে। সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। তাদের জানার সুযোগ করে দিতে হবে। এভাবেই ইন্টারনেট-এর ভুল প্রয়োগ না করে তারা নিরাপদে থাকবে।

মুক্ত আলোচনায় শেরপুর থেকে যোগদিয়ে শিশু সাংবাদিক রজত সাহা বলেন, বর্তমানে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব জায়গায় অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। শিশুরা কতটা সময় ইন্টারনেটে থাকবে বা ব্যবহার করবে তা তাদের জানাতে হবে। কোন কোন ওয়েবসাইটে তারা যাচ্ছে তা নজরে রাখতে হবে যেন তারা ইন্টারনেট এর সঠিক ব্যবহার করতে পারে। অনলাইনে এখন অনেক বিষয়ে কোর্সও করা যায়। সেই বিষয়গুলো তাদের জানাতে হবে।

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ এর অধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান বলেন, গৃহ শিক্ষাটাই মূলত আসল শিক্ষা এবং এই গৃহ শিক্ষাটাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে পরিপক্কতা দান করে। তিনি প্রস্তাব রাখেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের নিয়ে আইটিসহ অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য এবং জানান যে তার প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে তিনি ইচ্ছুক। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষক সমাজকেই অনেক দায়িত্বশীল হতে হবে। শিক্ষকদের এই বিষয়ে জানাতে হবে এবং বুঝাতে হবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের যৌথ চেষ্টায় শিক্ষার্থী পূর্নাঙ্গতা লাভ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শেখ শরীফ হোসেন বলেন, আমরা সবাই অনুকরণ প্রিয়। বাচ্চারা আমাদের থেকে যেন খারাপ কিছু না শেখে। যুবক বয়সীদের আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

এই পর্যায়ে কথা বলেন সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)-এর সেচ্ছাসেবক আকাশ চন্দ্র সাহা। তার বক্তব্য হল, পরিবারের বিশেষ করে মা-বাবাকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। আইটি ব্যবহারে শিশু কিশোরদের কি ধরনের আচরণ গত পরিবর্তন হচ্ছে তা মা-বাবার খেয়াল করা উচিত। সঠিক সময়ে সবার সাথে খাবার গ্রহণ না করা, সঠিক সময়ে না ঘুমানো, বাবা মা-কে না জানিয়ে মোবাইলে ডেটা ক্রয় করা, মোবাইল ফোনকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো নজরে রাখতে হবে।

ফায়েজা আহমেদ সমাপনী বক্তব্যে বলেন, বাচ্চাদের যে বয়সে যা কিছু জানানো দরকার তা তাদের সেই বয়সে জানানো দরকার। বয়স ভেদে বাচ্চাদের নিয়ম বা অনুশীলন ভিন্ন হতে পারে তাই তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। নেতিবাচক বাক্যকে ইতিবাচক করে বলতে হবে। আদেশের সুরে নয়। সহমর্মিতার সুরে।

চিরন্তন বাণী

কোনো ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণ জ্ঞানী ভেবোনা। যদিও সে বহু সম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। শয়তানের ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন কর। ইবলিশের অগাধ জ্ঞান ছিল, কিন্তু তার প্রেম খাঁটি ছিল না।

– মাওলানা রুমি

তুমি যদি উচ্চ সম্মান লাভ করতে চাও তবে অধীনস্থ ব্যক্তিদের নিজের মতো দেখতে অভ্যাস করো। তাকে সামান্য মনে না করিয়া সম্মান করিবে।

– শেখ সাদি

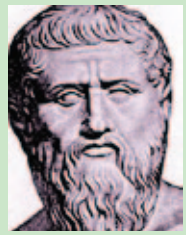

মিথ্যা কথাগুলি কেবল নিজের মধ্যেই মন্দ নয়, তারা আত্মাকে মন্দ দ্বারা সংক্রামিত করে।

– প্লেটো

যে ব্যক্তি অপরের উপর ঈর্ষা করে সে কখনো আরাম করতে পারে না, আর যে ব্যক্তির মধ্যে শিষ্ঠাচার থাকে না তাকে কেউ ভালোবাসেনা।

– ইবনো সিনা

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষক ভেবে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-এর উদ্যোগে সম্প্রতি জুম ভিত্তিক সিরিজ আলোচনার চতুর্থ আলোচনা পর্বটি ১৮ জানুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়টি ছিল শিক্ষাদানে নৈতিকতাবোধ ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র দর্শন।

এপর্বে আলোচনা করেন বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষক ও গবেষক আফসান চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিইই-র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও সঞ্চালনা করেন সিইই-র সিইও কাজী আলী রেজা। সিইও কাজী আলী রেজা ওয়েবিন্যারে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিইই-র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান কে তার স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান

সবাইকে স্বাগতম। আজকে যারা আমাদের বিশেষ আলোচক হিসেবে এই ওয়েবিন্যারে যোগ দিয়েছেন তাদের আলোচনা থেকে যারা শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত আছেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ থাকবে। আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জাতির মধ্যে নৈতিকতা নিয়ে যে উদ্বেগ কাজ করছে,

> শিক্ষকদের প্রথমে যে শিক্ষাটা দেওয়া উচিৎ তাহলো নিজেদের যেন তারা ছাত্র সমতূল্য মনে করেন। কারণ শিক্ষক যখন ছাত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তখনই শেখানোটা বেশি কার্যকর হয়।
>
> -আফসান চৌধুরী

নৈতিকতার যে অধঃপতন হচ্ছে সেখান থেকে কিভাবে উত্তোরণ করতে পারি এবং আমরা সিইই-র কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈতিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে কিভাবে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারি এবিষয়ে তাদের উপদেশ ও পরামর্শ জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

> আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা ও সহজপদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কৌশলসহ ১০৬ বছর আগে টিচার্স ম্যানুয়েল রচিত করেছেন যা সমসাময়িক সময়ের জন্যেও উপযোগী।
>
> -ড. এসএম খলিলুর রহমান

ড. এস এম খলিলুর রহমান

সিইই-র এমন আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সারা জীবন শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করেছেন এবং কর্মজীবনের শুরুতেও শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র কিছু উক্তি এরকম- "মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবৃত্তীয় ভিত্তিক অনুশীলন করিতে হইবে। আর এটার জন্য শরীর, মন ও আত্মার প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হইলে শিক্ষা বাহ্য হয়। উদ্ভিদ যেমন তার বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমন করার জন্য সূর্যের আলো, তাপ, বায়ু ও জলের প্রয়োজন ঠিক একইভাবে শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বলে মনুষ্যত্বের পূর্ণরুপ অর্জন করে।"

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মানুষকে কেন্দ্র করেই তার শিক্ষাভাবনা ও দর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব একজন মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করা ও মানুষের মধ্যে আত্মার উপলব্দি জন্মানো। তাই তিনি (আহ্ছানউল্লা র.) প্রকৃত মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন যা এখন ৩২টি প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষার স্থল হিসেবে ৩টি (গৃহ, বিদ্যালয়, ধর্মশালা) স্থানকে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ, একজন শিক্ষকের কি কি নৈতিক গুণাবলী থাকা দরকার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা ও সহজপদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কৌশলসহ ১০৬ বছর আগে টিচার্স ম্যানুয়েল রচিত করেছেন যা সমসাময়িক সময়ের জন্যেও উপযোগী।

আফসান চৌধুরী

শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আনুগত্য আশা করেন যা ঠিক নয়, কারণ শিক্ষকদের চাওয়া উচিৎ প্রতিভা, প্রশ্ন। যে শিক্ষার্থী বেশি প্রশ্ন করতে পারে তাকেই বলতে হবে সেরা শিক্ষার্থী। তাই শিক্ষকদের প্রথমে যে শিক্ষাটা দেওয়া উচিৎ তাহলো নিজেদের যেন তারা ছাত্র সমতূল্য মনে করেন। কারণ শিক্ষক যখন ছাত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তখনই শেখানোটা বেশি কার্যকর হয়। শিক্ষার্থীদের ছোট মনে না করে ভবিষৎ শিক্ষক ভেবে তাদের তৈরি করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীর যে দ্বিধাহীন সম্পর্ক সে ব্যাপারে আগে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষকদের।

সৈয়দ মিজানুর রহমান

শিক্ষকদের কাছে আমার প্রশ্ন হল একজন শিক্ষক শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হওয়ার পরপর ভিসি হবার স্বপ্ন লালন করলে তিনি কখন ছাত্রদের পড়াবেন বা ছাত্রদের প্রতি কখন নজর দেবেন?.. তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনেককে দূর্নীতি ও অনিয়ম করার পরও পুনরায় বহাল করা হলে, তাদের নেতৃত্বে উন্নত উচ্চশিক্ষা কিভাবে অর্জন করবে শিক্ষার্থীরা? এই বিষয়গুলির ওপর আমাদের আগে গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে উন্নত দেশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে, সেখানে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তাই শিক্ষার দর্শনটা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হওয়া দরকার।

শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য করণীয় সম্পর্কে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসি নির্ধারণ করা হোক

আমাদের সামাজিক প্রচলনের ধারায় 'কাজ' নিম্নস্তরের একটি ব্যাপার। তাই বাড়িতে যাদের আমরা চাকর বা বুয়া বলি তাদের চিহ্নিত করি 'কাজের লোক হিসেবে'। শিশুরাও কাজটাকে সেভাবে দেখে। তাই সাধারণভাবে শিশু-কিশোরদের ঘরের কোনো কাজ করার কথা বললে অনেকেই জবাব দেয়-আমি কী কাজের লোক? কিন্তু কাজের লোক হওয়া যে গৌরবের ব্যাপার সেটা তাদের শিশুবেলা থেকেই এমনভাবে বোঝাতে হবে যেন তাদের মনে সেই প্রভাব স্থায়ী হয়। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির টুকটাক কাজে শিশুদের যুক্ত করলে কাজ সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা দূর হয়ে যাবে।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি জুম ভিত্তিক সিরিজ আলোচনার পঞ্চম আলোচনা পর্বটি মার্চ ২৮, ২০২১ তারিখে পারিবারিক কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মনোযোগী করে তোলা বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিন্যারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর. ড. মাহমুদুর রহমান, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান, প্রথম আলো মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর যুবরাজ এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিইই-র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান।

স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং করোনাকালীন সময়ে নিজেকে সুরক্ষিত ও সচেতন থাকার অনুরোধ করে **কাজী আলী রেজা** বৈঠকের সুত্রপাত করেন। তিনি আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে বলেন অফিসের কাজ, ঘরের কাজ ও বাইরের সহ কোনো কাজকে ছোট না বড় তুলনা করা উচিৎ নয়। কাজ ছোটো হোক বড় হোক তা অগৌরেব নয়, সেটা আমাদের বুঝতে হবে এবং সন্তানদের শৈশব থেকেই তা বুঝাতে হবে। এটা বলে তিনি সঞ্চালনার জন্য চিন্ময় মুৎসুদ্দী ও স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য সিইই-র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান-কে অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে **প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান** বলেন, বর্তমানে আমাদের পরিবারের শিশু-কিশোররা ক্রিটিক্যাল সময় পার করছে। যেহেতু এই ভাইরাস কখনোই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব নয়, তাই এটির সাথে আমাদের বাঁচতে শিখতে হবে। একজন শিশুকে সুনাগরিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার জন্য যে পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা দরকার তা সামাজিক ভাবে বা পারিবারিক ভাবে এই করোনা কালীন সময়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে সন্তানদের পড়ালেখার পর তাদের চোখ সারাক্ষণ কম্পিউটারের মধ্যে না রেখে পারিবারিক কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজতে সহয়তা করা, যাতে তারা মহামারীর মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার চেষ্টা করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, যে কোনো শ্রম/কাজ নিচু চোখে দেখার বিষয় নয়- এই বার্তা আমাদের সন্তানদের কাছে পৌছানো খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কিভাবে কাজের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল করা যায়, এমন প্রশ্নের জবাবে **জাহাঙ্গীর যুবরাজ** বলেন, শিশুরা পৃথিবীর সুন্দরতম সৃষ্টি। একজন শিশুর মানসিক বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু পরিবারই হলো শিশুদের শিক্ষার সূতিকাগার। পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা শিশুদের পরিবারের কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করলে কাজের প্রতি তাদের ইতিবাচক ধারণা আসবে।

তিনি জানান, শিশুদের কাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্য তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা সময়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

অধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ৩ ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। জ্ঞানের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দক্ষতার পরিবর্তন। কিন্তু আমাদের যে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যার ফলে শিক্ষার্থীরা কাজকে ছোটো মনে করে, কাজের বুয়াকে ছোটো মনে করে। আমি তাই শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আমার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করি, কি কি ভালো কাজ তারা বাসায় করে, কে বাবা-মাকে বাসায় সাহায্য করে ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের (শিক্ষার্থীদের) কাজে মনোযোগী ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার জন্য ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দ্বারা ক্লাস পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করি।

তিনি মনে করেন, সন্তানদের কাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্য অভিভাবকদের মনোভাবেরও পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর আবেদন হল শিক্ষার্থীদের স্কুলে কাজের চর্চা করালে অভিভাবকেরা যেনো সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখেন।

সিইই-র এরকম একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করে **প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমান** বলেন, আমাদের শিশুদের বোঝাতে হবে কাজ-কে সর্বদা নিজের মনে করে করতে হবে এবং এর প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। তাদের এটাও বোঝাতে হবে যে, কাজই জীবনকে পরিচালনা করে, যা জীবন দক্ষতার অংশ।

তিনি মনে করেন, কাজের দ্বারা সমাজের সবাই উপকৃত হয় সেরকম নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিৎ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য করণীয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসি নির্ধারণ করে তা পরিবারের অভিভাবকদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ভালো করার জন্য এতো বেশি সহযোগিতা করে থাকি, যা তাদের আরো বেশি অভিভাবকদের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। এতে সন্তানদের সেলফ রেগুলেশন নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তাদের মানসিকতায় উদারতা হারিয়ে যায়। অবশ্যই আমরা সন্তানদের সাহায্য করব, তবে তাতে যেনো তারা নিজের কাজের প্রতি দায়িত্বহীন হয়ে না পড়ে। অলসতা দেখা না দেয় তাদের মাঝে।

করোনার সংকটকালে

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের এগিয়ে চলা

সেন্টারের নিয়মিত কার্যক্রম অনেকটাই স্থগিত হয়ে পড়ে কভিড-১৯ জনিত কারণে। সংক্রমণ দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। আক্রান্তদের মৃত্যু-ও দুশ্চিন্তার ছায়া ফেলে দেশবাসীর ওপর। এই সময়টায় সেন্টারের কেবল দাপ্তরিক কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি কার্যক্রম চলমান ছিল। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গেল বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের তালিকা তৈরি, চলমান বছরের হিসাব আপডেইট করা, নতুন কার্য-বছরের বাজেট তৈরি, সহযোগী স্কুল ও কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ফোনে কুশল বিনিময় ও সামনের দিনগুলো নিয়ে অনির্ধারিত আলোচনা, এবং জুম সেমিনারের রিপোর্ট তৈরি করা ইত্যাদি।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম

কভিড-১৯ জনিত কারণে সেন্টারের নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন স্থগিত রাখতে হয়। এই সময়টায় দাপ্তরিক কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য কিছু কার্যক্রমও চলমান ছিল। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গেল বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের তালিকা তৈরি, চলমান বছরের হিসাব আপডেইট করা, নতুন কার্য-বছরের বাজেট তৈরি, পরবর্তি কার্যক্রমের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি, গভর্নিং বোর্ডের পরবর্তি সভার প্রস্তুতি গ্রহণ, অডিট-এর জন্য সিইই-র হিসাব আপডেইট করা, ভলান্টিয়ারদের ঠিকানা সহ তালিকা হালনাগাদ, বিভিন্ন কার্যক্রমের ডক্যুমেন্ট-এর ক্রমিক অনুযায়ী ফাইল তৈরি, সহযোগী স্কুল ও কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ফোনে কুশল বিনিময় ও সামনের দিনগুলো নিয়ে অনির্ধারিত আলোচনা, এবং জুম সেমিনারের রিপোর্ট তৈরি করা ইত্যাদি। এখানে বছরের কাযক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হল।

অনলাইনে জুমের মাধ্যমে সেমিনার আয়োজন

লক্ষ্যমাত্রা ছিল ছয়টি সেমিনার আয়োজন করা। মোট পাঁচটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক সেমিনারগুলো অনুষ্ঠিত হয়:

১. ২১ ডিসেম্বর ২০২০ *করোনাকালে সন্তানের প্রতি অভিভাবকের দায়িত্ব ও নৈতিকতা;*

২. ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ *অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতাবোধ;*

৩. ১১ জানুয়ারি ২০২১ *শিশু কিশোরদের আইটি-র ব্যবহার ও নৈতিকতা;*

৪. ১৮ জানুয়ারি ২০২১ *শিক্ষাদানে নৈতিকতাবোধ ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন;*

৫. ২৮ মার্চ ২০২১ *পারিবারিক কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মনোযোগী করে তোলা*

অনলাইনে জুমের মাধ্যমে সেমিনারের আয়োজন করা হয় বিশেষ সময়ের সংকট চিহ্নিত করা এবং সংকটের প্রেক্ষিতে নৈতিকতার আলোকে করণীয় অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে। করোনা পরবর্তি সময়ের জন্য সম্ভাব্য করণীয়গুলো নিয়মিত চিহ্নিত করে রাখার উদ্যোগ-ও নেওয়া হয়।

সেমিনারে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ক্লিনিক্যাল সাইকলজি বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং মানবিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

রচনা প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন চলমান রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। এরই অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় 'নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার। সেন্টার আশা করে বঙ্গবন্ধুর নীতিতে অটল থ াকার বিষয়গুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন শিক্ষার্থীরা। সারা দেশের অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয় জুম বৈঠকের মাধ্যমে ৬ জুন ২০২১।

কুশল বিনিময়

সেন্টারের সহযোগী স্কুল ও কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ফোনে কুশল বিনিময় ও সামনের দিনগুলো নিয়ে অনির্ধারিত আলোচনা হয়। সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে সেন্টারের করোনাকালীন সময়ের চলমান কর্মধারা সম্পর্কে তারা জানেন ও সচেতন হন। সেন্টারের এই সময়ের উদ্যোগ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হন এবং নানা পরামর্শ ও প্রস্তাব তুলে ধরেন।

ভলান্টিয়ারদের ঠিকানা হালনাগাদ

ভলান্টিয়ারদের ঠিকানা সহ তালিকা হালনাগাদ ও বিশেষ কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়। ভোলান্টিয়ারদের হালনাগাদ তালিকা তাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি সাবলিল করেছে। এতে করোনা পরিস্থিতিতে তাদের নিজ নিজ এলাকায় এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সঙ্গে জুম ও টেলিফোনে নিয়মিত মতামত আদান প্রদান অব্যাহত থাকে। তাদের অনেকেই সেন্টারের জুম সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ

গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় টেলিফোনের মাধ্যমে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে সিইই-র একটা অর্থবহ সম্পর্ক রয়েছে। করোনাকালে এই সম্পর্ক অব্যাহত রাখা হয়। তাদের সঙ্গে টেলিফোনে এবং অনলাইনে কুশল বিনিময় ও নতুন সংকটের প্রেক্ষিতে নৈতিকতার গুরুত্ব নিয়ে মত বিনিময় করা হয়।

সিইও'র দফতর থেকে

কভিড ১৯ ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মতো আমরাও নানাভাবে বিপর্যস্ত। সবকিছু যেন থমকে গেছে। লকডাউন স্থবির করে দেয় জীবনযাত্রা। ঘরবন্দী থেকেই মানুষকে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া কোনোভাবে সচল রাখতে হয়। আমরা সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রায় সব কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করে রাখি। মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত করোনা থেকে থেকে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এর মাঝে ডিসেম্বর ২০২০ থেকে আমরা অনলাইনে জুম ভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করা শুরু করি। এই সময়ের মধ্যে আমরা পাঁচটি বৈঠক করি, একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি, প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। একইসাথে টেলিফোনে এবং ভার্চুয়্যালি সেন্টারের কর্মতৎপরতায় সহযোগী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাই, ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন জুম বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করি।

করোনার সংক্রমণ এখনও অব্যাহত রয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক দুর্যোগ। যুগে যুগে এমন মহামারি-দুর্যোগ আরো মোকাবেলা করেছে মানুষ। হয়েছে সফল। এবারও মানুষ সফল হবেন। এরইমধ্যে বাংলাদেশের অনেক নাগরিক করোনার টিকা নিতে পেরেছেন। সামনে টিকাদান কর্মকান্ড আরো জোরদার হবে বলেই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

টিকা দেওয়ার পরও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পড়বেন। ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন।

নৈতিক শিক্ষাবার্তা-র এটি তৃতীয় সংখ্যা। অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা। করোনাকালের এই সংখ্যাটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। আপনাদের মতামত আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ সমৃদ্ধ করবে।

কাজী আলী রেজা
সিইও, সিইই

২০২১- ২০২২ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা

আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও সেন্টার তৎপর রয়েছে। এরইমধ্যে পরিস্থিতি বিবেচনায় কিছু কাজের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরই আলোকে শুরু হবে সেন্টারের অগ্রযাত্রার নতুন পদক্ষেপ। এইসব কাজের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হল।

সংসদ বা বিটিভি-র মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা

মাসে এক বা একাধিক নৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এ নিয়ে বিটিভি-র উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে নৈতিক শিক্ষা ক্লাস

সপ্তাহে এক বা একাধিক নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস প্রবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পথে। ক্লাসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। এরইমধ্যে সিইই-র পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-র মধ্যে কয়েকদফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম

এ বিষয়ে দর্শন বিভাগের কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে। তারা এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। একটি যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া এরইমধ্যে শুরু হয়েছে।

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কার্যকর সেশন

দেশের মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সাথে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে কার্যকর সেশন আয়োজনের প্রাথমিক দিকগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরইমধ্যে সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কভিড ১৯ পরিস্থিতি অনুকুলে এলেই এ ব্যাপারে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিষয় নির্বাচন ও সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পথে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল স্কুল, কলেজ এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিইই-র সাথে যৌথভাবে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরইমধ্যে মিশনের নির্বাহী পরিচালক এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মিশনের উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন।

চিল্ড্রেন সিটিতে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম

পঞ্চগড়ে অবস্থিত মিশনের চিল্ড্রেন সিটির শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চিল্ড্রেন সিটির শিশুরা সকলেই খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে বঞ্চিত পথশিশু। নৈতিক শিক্ষা সমাজে তাদের দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে ওঠায় অনুপ্রাণিত করবে।

নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ইউ-টিউব চ্যানেল চালু

নৈতিক শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে ইউ-টিউবে একটি চ্যানেল চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। সবদিক অনুকূলে নিয়ে চ্যানেলটি চালু করা হবে।